R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৩৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, স্মাস্ত
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৯শ বর্ষ
২৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৩শে কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৮৯ সাল
১০ই নভেম্বর, ১৯৮২ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২্, সডাক ১৪

সি পি এমের মনসবদারী রুখতে আর এস পির আহ্বান

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : বামফ্রন্টের বড় শরিক সি পি এমের নিয়ন্ত্রণাধীন পঞ্চায়েতগুলির 'দুর্নীতি, দলবাজী এবং মনসবদারী' রুখতে আর এস পি গ্রামের জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। সোমবার বিকেলে রঘুনাথগঞ্জ—১ পঞ্চায়েত সমিতির অফিসের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশে আর এস পি'র সম্পাদক জাগ্রত রায় এবং বিশিষ্ট নেতা প্রদীপ নন্দী এই আহ্বান জানান। পঞ্চায়েতে দুর্নীতি, দলবাজী ও ত্রাণ বন্টনে বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই এই সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়। এই সমাবেশে প্রদীপ নন্দীর বক্তব্য ছিল তীব্র শ্লেষাত্মক সমালোচনায় মুখর। আর এস পি'র নেতারা প্রকাশ্যভাবে সি পি এমের বিরুদ্ধে এ রকম বক্তব্য এর আগে কোথাও কখনও রাখেননি। শ্রীনন্দী বলেন, ক্ষমতায় এসে স্যার, স্যার শুনে সি পি এম নেতাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ওর গরমে উঠেছে। এই গরম ভাঙতে হলে জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। কংগ্রেসের পরিণতি দেখেও ওরা শিক্ষা নেয়নি। প্রদীপবাবু বলেন রঘুনাথগঞ্জ—১ পঞ্চায়েত সমিতি সি পি এমের দখলে। ৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতে অন্য দল ক্ষমতায় থাকার জন্য ডি আর ডি এ এবং ত্রাণের কোনো টাকা তারা পাচ্ছেন না। বামফ্রন্টের নাম করে এই মনসবদারী আর সহ্য করব না। 'বি ডি ও, এস ডি ও ওরা সব ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে পড়েছেন। সব কিছু দেখেও চুপচাপ থাকছেন'। তাদের উদ্দেশে প্রদীপবাবুর হুঁসিয়ারী, '৭৪ সালে ৫'শো ছেলে নিয়ে গিয়ে ডি এমের অফিস ভেঙ্গে ছিলাম। জনগণ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

'এরা কারা' খোঁজ চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : কালীপূজোর চাঁদা আদায়ের নামে একদল যুবকের অশালীন আচরণ সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় অনেক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়েও রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটও রীতিমত ক্ষুব্ধ। তিনি ব্যক্তিগতভাবে সেই যুবকদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর করছেন। সমস্ত ঘটনা এবং সেই সঙ্গে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বহরমপুরে এস পি কেও তা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তদন্তের পরও সি পি এম প্রধানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বি ডি ও'র দ্বিধা

বিশেষ সংবাদদাতা : সি পি এমের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অভয়পদ পাণ্ডের বিরুদ্ধে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের পরও রঘুনাথগঞ্জ—১ ব্লকের বিডিও নিখিলরঞ্জন মণ্ডল কোনো ব্যবস্থা নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ায় বিভিন্ন মহল থেকে সোরগোল উঠেছে। এই দ্বিধার কারণ রাজনৈতিক চাপ বলে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। রাণীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঐ প্রধান কংগ্রেস দল থেকে সি পি এমে যোগ দেন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর। তার বিরুদ্ধে বহুদিন থেকে নানা গুরুতর অভিযোগ উঠছিল। অভিযোগগুলির মধ্যে অন্যতম সরকারী টাকার নয়ছয় ও খরচের হিসেবপত্তর না রাখা। বিডিও শ্রীমণ্ডল ৩ সেপ্টেম্বর এ সম্পর্কে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে তদন্তে গিয়ে ১০০ বস্তা সিমেন্টের ব্যবহার এবং টিউবওয়েল সরঞ্জাম কেনা ও বসানো সম্পর্কে কোন হিসেব দেখতে পাননি। জমিতে বোনার জন্য দেওয়া ৫ কুঃ বীজেরও কোনো হিসেবপত্তর বিডিওকে দেখানো হয়নি। এ ব্যাপারে ২০৩(৩) পি এস তাং ১৭-৯-৮২ নং চিঠিতে প্রধানকে শোকজ করা হয়। ঐ শোকজে বিডিও লেখেন—রাণীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে নলকূপ খরিদ করা ও বসানোর কোন ষ্টক

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গাড়ীর অপব্যবহার রুখতে কড়া নির্দ্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কা ও জঙ্গিপুর ব্যারেজে সরকারী গাড়ীর যথেচ্ছ ব্যবহার রুখতে ফরাক্কার জেনারেল ম্যানেজার আর ভি রস্তিদেবন কড়া নির্দেশ জারী করেছেন। গাড়ীর গ্যারেজে সি আই এস এফ পাহারাও বসানো হয়েছে। খবরে প্রকাশ, গত কয়েক মাসে ঐ প্রজেক্টে গাড়ীর তেল কেনার জন্য বরাদ্দ অর্থের প্রায় দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় হওয়ার পরেই জে এম এই ব্যবস্থা নিয়েছেন। আহিরণ ব্যারেজে এক ড্রাইভার সম্পর্কেও জে এম বেশ ক্ষুব্ধ। ঐ ড্রাইভার ছাত্র ছাত্রীদের স্কুলে নিয়ে যাওয়ার নামে সরকারী

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চিঠির গতি বাড়াতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত কয়েক মাস থেকে চিঠি-পত্র আদান-প্রদানে অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটায় জনসাধারণ তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছেন। ডাক ও তার বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, বহরমপুর আর এম এস অফিসে কাজকর্ম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। জনসাধারণের দাবী, অবস্থা মোকাবিলায় জঙ্গিপুর রেল ষ্টেশনে একটি পৃথক আর এম এস অফিস খোলা হোক। এর ফলে চিঠি আদান-প্রদানে বহরমপুরের উপর নির্ভরশীলতা কমবে এবং গতি বৃদ্ধি পাবে।

মুরশিদাবাদে ৩ ব্লক ঘুরে খরা দেখলেন ষ্টাডি টীম্

বিশেষ সংবাদদাতা : বৈদ্যনাথনের নেতৃত্বে একটি কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল মঙ্গলবার মুরশিদাবাদের খরা পরিস্থিতি দেখে ফিরে যেতেই জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে তীব্র বর্ষণ। অবিরাম এই বর্ষণে কোন কোন চাষী উপকৃত হয়েছেন, আবার কারও 'পাকা ধানে মই' পড়েছে। খবর লেখা পর্যন্ত বৃষ্টি চলছে। এদিকে মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল মেঘলা আবহাওয়ার মধ্যে জেলার সাগরদীঘিসহ ৩টি ব্লক ঘুরে খরার অবস্থা যাচাই করে দেখেন। সঙ্গে ছিলেন জেলা শাসকসহ পদস্থ অফিসারেরা। তাদের সঙ্গে বহরমপুরে সমীক্ষক দলের প্রতিনিধিরা আলোচনাতেও বসেন। অফিসারেরা দু'দফা খরায় ক্ষতিগ্রস্ত মুরশিদাবাদের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে প্রতিনিধি দলের কাছে বক্তব্য রাখেন। তাদের পেশ করা রিপোর্টে খরার ক্ষয়ক্ষতিকে কম করে দেখানো হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়। ক্যানেলভুক্ত এলাকায় চাষীরা কেন ঠিক মত জল পায়নি প্রতিনিধিরা সে সম্পর্কেও খোঁজ খবর নেন। এদিকে কোথাও কোথাও ত্রাণে দেওয়া প্রথম দফার টাকা এখনও খরচ করা হয়নি বলে খবর মিলেছে। বিরোধী রাজনৈতিক মহল থেকে এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হচ্ছে বলে জানা গেছে।

ডাকঘর নির্মাণে বরাদ্দ ১৭ লক্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহরে নিজস্ব জমিতে মুখ্য ডাকঘর নির্মাণের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ১৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কাজ শুরুর পর প্ল্যানএষ্টিমেট মত দ্বিতীয় দফায় বরাদ্দ মিলবে। বর্তমানে ভাড়া বাড়িতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ডাকঘরের কাজকর্ম চালানো অসুবিধাজনক হয়ে পড়ায় ১ ডিসেম্বর থেকে অফিসের একাংশ অন্য একটি বাড়িতে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৮৯ সাল

নবান্নের স্বপ্ন

আসিতেছে অগ্রহায়ণ। বাঙালীর বড় প্রিয় মাস। মাঠে মাঠে পাকা ধানের সুমিষ্ট সুবাস। বাতাসে মধুরতা স্নিগ্ধ তাহার আমেজ। হাটেবাজারে সবুজ তাজা সব্জীর সমারোহ। মানুষের মনেও খুসির আমেজ। খেজুর গুড় ও তাহার পাটালি দিয়া নূতন আতপের পায়েস; নূতন চাউলের সহিত দুগ্ধ, মূলা ও আদা মিশাইয়া নবান্নের ভোগ; নানা রকম ভাজা দিয়া অন্নব্যঞ্জনের স্বপ্নে বাঙালী মন বিভোর। ইহা পুরাতন রীতি। নবান্নের সহিত বাঙালীর পিরীত বহু যুগের।

কিন্তু ১৩৮৯র অগ্রহায়ণে সে স্বপ্ন আজ দুঃস্বপ্ন। আকাশছোঁয়া দরের ফলে তাজা সব্জী আজ মানুষের নাগালের বাহিরে। পায়েসের দুধও শতাব্দীর ফসিল। সব বাদ দিয়া শুধু চাল যোগাড় করাও প্রায় অসম্ভব। চালের চালবাজী বুঝা দুষ্কর। দরের ভোজবাজী দাবা খেলার সামিল। আমরা সেই খেলার খুঁটি। সরকার এই দাবা খেলার নীরব দর্শক, পুতুল প্রহরী। আমরা যদি ছটপট করি, ব্যবসায়িগণ তাহা হইলে খেলার পাট বন্ধ রাখিয়া আমাদিগকে 'টাইট' দেন; সরকার 'গাইড' হইয়া চিৎকার করেন, 'খবরদার! একদম খতম কর দেগা।' খেলোয়ার ব্যবসায়ীগণ খেলা বুঝেন। তাই তাঁহারা হাসেন আর কাশেন, কিন্তু নরম হন না।

অপরদিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে যে রেশন ব্যবস্থার প্রচলন আছে, তাহাও 'কিম্ভূত-কিমাকার'। রেশনে যে আতপ চাউল সরবরাহ করা হয় তাহাও কদাকার। চাউল অথবা চাউলের প্রেতাত্মা বুঝা দায়। ইহা হইতেই মালুম হয় সরকারী প্রহসন।

অগ্রহায়ণ মাস আশার মাস, এই মাসে নূতন চাউল উঠে। বাঙালীও স্বপ্ন দেখে নবান্নের। কিন্তু বন্টন ব্যবস্থার অসমতা হেতু নবান্ন আজ স্বপ্নে পর্য্যবসিত। নবান্নের সুগন্ধি অন্নব্যঞ্জন আজ মহাদুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবে হইবে জানা নাই; শুধু ভয় হয় প্রাণ ভরিয়া আবার কোনদিন বলিতে পারা যাইবে কি না 'নূতন ধান্যে হবে নবান্ন/তোমার ভবনে ভবনে।'

॥ ভিন্ন চোখে ॥

'হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা—
হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা।'

হেমন্তলক্ষ্মীর মুখখানি ঢাকা থাকে সর্বদা মলিন কুয়াশায়। নিজেকে গোপন করে রাখা যেন তার স্বভাব। হেমন্ত ঋতুর রূপ-সৌন্দর্য দু'-এক পক্ষ কালের বেশী উপলব্ধি করা যায় না। শীতের শাসনে তার অকাল তিরোধান ঘটে।

শীতের হিমেল হাওয়ার মাঝে হঠাৎ অকাল বর্ষণ। এ যেন মনকো.ষর পর্দ্দায় মল্লার রাগিণীর ঝঙ্কার। টিপটিপ করে বৃষ্টি। কখনও বা ঝিম্ ঝিম্ করে। বেশ লাগে। হেমন্তের দিনও যেন বর্ষাধারায় 'ঝর ঝর মুখর'। হেমন্তে তাপহরা সুধারসভরা শ্যামশ্রী নবযৌবনা বর্ষার পদার্পণ। 'গোধূলি লগনে এই বাদল গগনে' নিবিড় মেঘের ছায়ায় মন মেলে দিয়ে বর্ষামঙ্গল শুনতে ভালই লাগে। মনে নবীন মেঘের সুর। হেমন্তের ধারাপাতে হৃদয় যেন যায় ভেসে। 'তবে বাদল দিনের প্রথম কদমফুল' আমরা দেখতে পাবো না। এতে কিছু এসে যায় না। কারণ আমাদের অনুভূতিতে কদমের মিষ্টি সুঘ্রাণ। মনের তন্ত্রীতে বর্ষার সুরের রেশ। হেমন্তে বর্ষা দেখে মনে পড়ে যায় মানকুমারী বসুর কবিতার দুটি লাইন:

রাতদিন ঝম্ ঝম্ রাতদিন টুপ্‌টুপ্,
দেখেছি অনেকতর দেখিনি তো এত রূপ!

মণি সেন

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

এন টি পি সির ঘটনা প্রসঙ্গে

আপনার প্রকাশিত ২৮ অক্টোবরের জঙ্গিপুর সংবাদের "এন টি পি সিতে বোমাবাজী পুলিশের লাঠি" শীর্ষক সংবাদটি পড়ে এই প্রতিবাদ পত্রটি পাঠালাম। "সোমবার দুপুরে শো দুয়েক সশস্ত্র ব্যক্তি এন টি পি সি অফিস চত্বরে হামলা চালায়। হামলাকারীরা যথেচ্ছভাবে বোমা ফাটায়। এই বোমার আঘাতে এক পুলিশ অফিসার আহত হন।" সংবাদটি সম্পূর্ণ অতিরঞ্জিত ও অপপ্রচারমূলক। আপনার পত্রিকার মত দায়িত্বশীল সংবাদপত্রে এই ধরনের অতিরঞ্জিত ও অপপ্রচারমূলক সংবাদ দেখে দুঃখিত হলাম। এই ধরনের অপপ্রচার মূলক সংবাদ পাঠিয়ে আপনার সংবাদদাতা আর যাই-ই করুন নিজের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের চরম অপব্যবহার করেছেন।

রথীন্দ্রনাথ পাণ্ডে
(এ্যাডভোকেট, জঙ্গিপুর কোর্ট)

সংবাদদাতার বক্তব্য: সংবাদটি পুলিশী সূত্রে প্রাপ্ত। ঘটনার পর সেদিনই রাত্রে ফোনে ফরাক্কা থানা থেকে আমরা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাই। পরদিন মহকুমা পুলিশ দপ্তর থানার বক্তব্যকে সমর্থন করেন। সংবাদে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন ছিল না। বরং পুলিশের বহু কথা সাংবাদিকতার স্বার্থেই অনুল্লেখিত রাখা হয়েছিল।

॥ গুরু প্রণাম ॥

সত্যেন্দ্রনাথ বড়াল

আমি ওঁর সহকর্মী ছিলাম। আভিধানিক অর্থে অবশ্য তাই। দশ বিশ পঁচিশ বছর ওঁর সঙ্গে কাজ করেছি। কখনো উনি সহকারী শিক্ষক, কখনো কখনো সহঃ প্রধান শিক্ষক, কখনো আবার প্রধান শিক্ষকই। কাজেই সহকর্মী বললে কেই বা না করবে। তা তো নয়—কিন্তু

সেই 'কিন্তুর' কথাই বলছি। একেবারে ছোট বেলায় অর্থাৎ দশ কি এগারো বছর বয়স তখন থেকেই তো পশুপতিবাবু আমার শিক্ষক। উনিশশো ছাব্বিশ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিই, পাশও করি। সেই প্রসঙ্গে অনেক কথাই মনে পড়ছে।

আমি ভালো ছেলে ছিলাম না। গৌরবের কথা নয় নিশ্চয়। তবে তারি মধ্যে কিছুটা আনন্দেরও ব্যাপার আছে। প্রকৃত হৃদয়বান শিক্ষকের স্নেহ প্রীতি বোধ করি একটু বেশি মাত্রায় জুটে যায় এমনি সব ছাত্রদের কপালে।

ডেকে বললেন—শুধু ইংরেজি বাংলায় পাশ করলেই হবে না, অংকেও তিরিশটা নম্বর পাওয়া চায়। তাহলে ইংরাজি বাংলার রেজাল্ট জেনেই ফেললাম পরীক্ষার তিন মাস আগেই। এবার অংক। হুকুম হলো সপ্তাহে তিনদিন ওঁর কাছে অন্ততঃ দু'ঘন্টা করে অংক দেখিয়ে নিতে হবে—বীজগণিত জ্যামিতি পাটিগণিত। এ আদেশ অমান্য করার সাধ্য হয় নি। তিরিশ নয় পাই বেয়াল্লিশ। একটা একটা করে মনে পড়ছে আর দুচোখ দিয়ে জল ঝরে ঝরে পড়ছে গর্বে আনন্দে।

তিরিশ পঁয়তিরিশ বছর শিক্ষকতা তো আমিও করলাম—ক'জন ছাত্রকে এমন করে ডাকতে পেরেছি, এমনভাবে আপনার করে কাছে টেনে নিয়েছি, এমন ভাল বেসেছি।

ছাত্রেরা শিক্ষকদের যেমন সম্মান দেয় না তেমন ভক্তি শ্রদ্ধা করে না এমন আক্ষেপের কথা কানে আসে। ওটা কোন কথা নয়। কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয় একথা ভুললে চলবে কেন।

আমার কেন আজ মনে হচ্ছে, হৃদয় উজার করে ওঁর দুটি পায়ে শ্রদ্ধা প্রীতি প্রণতি নিবেদন করে আসি সেই স্বর্গে গিয়ে। কেন পিতৃবিয়োগের বেদনার মতো বুকটা আজ টনটন করে উঠছে অকস্মাৎ।

তাই সহকর্মী ছিলাম কথাটা আমার নিজেরই কানে ধৃষ্টতার মতো শোনাচ্ছে। আমি ওঁর ছাত্র ছিলাম যে দিন ওঁর পায়ের তলায় বসে পাঠ নিয়েছি আবার যে দিন ওঁর পাশে থেকে শিক্ষকতা করেছি তখনও।

তিরিশ টাকা বেতনে কাজে লেগেছিলাম। তাও মাসের পয়লা কেন, কবে যে পাব তার কোন ঠিক ছিল না। পশুপতি বাবু তখন প্রধান শিক্ষক। কী তার লজ্জা, কী মনোবেদনা।

খুব অসুবিধা হয়, অফিসকে বলে দিই কটা টাকা নিয়ে যাও। বড় দুঃখ হয় সত্যি, দিই তো দিন একটা করে টাকা, তাও সময়মতো দিতে পারি না।

সেই মাইনে বেড়ে বেড়ে সে মাসে বি, এ পাশ শিক্ষক আমরা সবাই একশো টাকা করে পাচ্ছি। শ্রীগোবিন্দ গুপ্ত, রমাপতি চ্যাটার্জি অবনী রায় আর আমি। পশুপতি বাবু আমাদের হাতে হাতে তুলে দিলেন এক একখানা একশো টাকার নোট।

আমার আজ ভারি আনন্দ এ দিনটা দেখে যেতে পেলাম। খুশীতে ধরে না প্রধান শিক্ষক মশায়ের। বাড়িতে এসে বাবা মায়ের মুখে চোখেও সেই আনন্দের আভাষ দেখি সে দিন।

সেই মানুষটি চলে গেলেন। একটা স্নেহশীল প্রকৃত মরমী সহৃদয় ব্যক্তিত্ব বিদায় নিল ধরণীর বুক থেকে।

অনেককাল কাটিয়ে গেলেন এই পৃথিবীতে, অনেককাল তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছি। কোন ক্ষোভ নাই কারু বিরুদ্ধে। মানুষ তো মরবেই। যে সূর্য্য পূবের আকাশ উদ্ভাসিত করে প্রভাতে উদিত হয় দিনান্তে পশ্চিম দিগন্ত রাঙিয়ে সে তো অস্তে যাবেই।

শ্রদ্ধেয় হাজী সাহেব স্মরণে

যদি ভদ্রতা শিখতে চান,
হাজীসাহেবের দোকান যান।
গোফুরপুরের হাজীসাহেব
আনিরুদ্দিন নাম।
একশো আট বছর ওমর লভিয়া
গিয়েছেন অমরধাম।
শেষ দেখা তাঁরে দেখিয়া এসেছি
কভু দেখিব না আর,
ছিল প্রাণ যাঁর বালকের মত
ছিল নাকো কেহ বিরোধী তাঁর।
যখনই গিয়েছি দোকানে তাঁহার
যতনে বসায়ে পাশে,
কুশল বারতা শুধাতেন তিনি
সুমধুর হাসি হেসে।
দয়া ভরা বুক মায়া ভরা প্রাণ
হিয়াখানি ছিল অতি কোমল।
মরণ তাঁহারে হরণ করিল
কার কাছে মোরা দাঁড়াব বল ?
আপনার স্থান হবে না পূরণ
চিরতরে রবে ফাঁকা।
যতদিন র'ব ইয়াদ রাখিব
যা' আছে হৃদয়ে আঁকা।
শোকে মূহ্যমান পুত্র-কন্যাগণ
বহু আত্মীয়-স্বজন।
আমিও তাঁদের সাথে
আছি একজন।

গুণমুগ্ধ—অমলকুমার পণ্ডিত

গ্রন্থাগার সমিতি গঠন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি দেশবন্ধু যতীনদাস পাঠাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার এ্যাসোসিয়েশনের মহকুমা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে হরিপ্রসাদ মুখারজি, বরুণ রায়, অমিতা মুখারজি প্রমুখ রয়েছেন।

শিক্ষক সমিতি গঠন

রঘুনাথগঞ্জ : সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রঘুনাথগঞ্জ চক্রের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জিতেন্দ্রনাথ সাহা, সভাপতি এবং আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

সি পি এমের পরাজয়

ধুলিয়ান : সম্প্রতি ভাসাই পাইকড় হাই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য নির্বাচনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সি পি এম প্রার্থীগণ কংগ্রেস (ই) প্রার্থীদের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন বলে জানা গেছে। প্রকাশ থাকে যে, ভাসাই পাইকড় অঞ্চলটি সি পি এমের দখলে এবং সমসেরগঞ্জ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিও এই অঞ্চলেরই লোক।

নৃশংস খুন

আহিরণ : কয়েকদিন আগে সুতী থানার অজগরপাড়া গ্রামে গ্রাম্য দলাদলির জের হিসাবে এক ব্যক্তিকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। ঘরে আগুন দিয়ে গ্রামেরই একদল লোক তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মাতা ফুদনবালা দাসী স্বামী ৺ভজহরি দাস সাং বাবুবাজার, জঙ্গিপুর, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জিলা মুর্শিদাবাদ অশীতিপরা বৃদ্ধা, আমি তাঁহার ভরণ-পোষণ বরাবর চালাইতেছি। কিছুদিন যাবৎ তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এমতাবস্থায় তাঁহাকে প্ররোচিত করিয়া তাঁহার নামে রেকর্ডভুক্ত কোন সম্পত্তি কেহ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হেবা-হস্তান্তর বা বিক্রয়কবালা করাইলে বে-আইনী হইবে এবং যদি কেহ ইহা করান তবে তাহা তিনি নিজ দায়িত্বে করাইবেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ দাস
৮-১১-৮২ বাবুবাজার
পোঃ জঙ্গিপুর
জেলা মুর্শিদাবাদ

মুদি দোকানে কেরোসিনের চড়া দাম কেন ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির বিভিন্ন মুদিখানার দোকানে চড়া দামে কেরোসিন বিক্রীর ভূরি ভূরি অভিযোগ মিলেছে। কেরোসিন বিক্রীর জন্য এদেরকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। রেশনে কেরোসিন দেওয়া বন্ধ হলে বা পরিমাণ কমলে মুদির দোকানে কেরোসিনের দাম চড়িয়ে দেওয়া হয়। এক মুদির দোকানদারের বক্তব্য, লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরে ঘুষ দিয়ে কেরোসিন তেল আনতে হয়। তাই দাম চড়ানো ছাড়া উপায় থাকে না।

ধুলিয়ান ষ্টোন প্রডাক্টস

ষ্টোন মার্চ্চেন্ট এণ্ড গভঃ কনট্রাক্টর
পাকুড়ে নিজস্ব কোয়ারী
ধুলিয়ান পাকুড় রোডে ৩৪নং জাতীয় সড়কের নিকটস্থ ক্র্যাসার ইউনিট
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সুলভে
ষ্টোন চীপস্, বোল্ডার, ষ্টোন সেট,
পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন : অফিস ৫২, ফ্যাক্টরী ১১৭
ষ্টোন ম্যাটারস প্রভৃতির
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।
এস এস আই রেজি নং ২১/১৩৭ ১৫৮
তাং ২৪-৩-৭০

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

॥ কৃষি সংবাদ ॥

তেলের সমস্যা মেটাতে সরষের চাষ করুন

এ জেলায় তৈলবীজের ঘাটতি আছে। প্রয়োজনের তুলনায় ৬০ ভাগ তৈলবীজের চাষ। আগামী রবি মরশুমে সরষের চাষ বাড়িয়ে ঘাটতি পূরণ করুন। ভাল মতো দশকাঠা চাষ করলে প্রয়োজনীয় তৈল পাওয়া যাবে। দশ কাঠাতে ১০০ কেজি ফলন হবে এবং তেল পাওয়া যাবে প্রায় ৪০ কেজি যা পাঁচজন পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট। সরষে চাষে জেলার সুপারিশ :

জাত : বি-৯ (বিনয়)……পাকতে সময় নেয় ৯০-৯৫ দিন, ফলন হেকটরে ১৪/১৫ কুইন্ট্যাল, তেলের ভাগ ৪৬ শতাংশ, গাছ লম্বা প্রায় ৯০—১০০ সেমি, ডালপালা কম, দানা মাঝারি আকারের হলদে। কার্ত্তিকের প্রথম পক্ষের মধ্যে বোনা উচিত।

বি-৮৫ (সীতা)……পাকতে সময় নেবে ৯৫/১০০ দিন, ফলন হেকটরে ১৪/১৫ কুইন্টাল, তেলের ভাগ ৩৮ শতাংশ, গাছ লম্বা ১২০ সেমি ছড়ানো শাখা বহুল, বাদামী রং এর, লাগানোর সময় কার্ত্তিকের প্রথম তিন সপ্তাহ।

আর ডব্লিউ—৩৫১……পাকতে সময় নেয় ১১০ দিন। ফলন হেকটরে প্রায় ১৭ কুইন্টাল, তেলের ভাগ ৩৮ শতাংশ। গাছ লম্বা ১১৫-১২০ সেমি শাখা প্রশাখা চাপা। দানা বড় আকারের বাদামী রং। কার্ত্তিকের মাঝেই বোনা উচিত।

বীজের হার : বিঘেতে ৭০০ গ্রাম—১ কেজি।

বীজ শোধন : বোনার আগে প্রতি কেজি বীজে তিন গ্রাম এগ্রোসান জি, এন, বা ডাইথেন এম ৪৫ ইত্যাদি গুঁড়ো ঔষধ মাখিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে।

সার : ক) অসেচ এলাকায় বোনার আগে একর প্রতি ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ।

খ) সেচ এলাকায় বোনার আগে প্রাথমিক সার হিসাবে ১০ কেজি নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ।

দূরত্ব : সারিতে বোনা ভাল। এক সারি থেকে আর এক সারির দূরত্ব ৩০ সেমি ও গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১০ সেমি।

আরো পরামর্শের জন্য স্থানীয় কৃষি কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ।

ফোন নং : ২৬২
চৌধুরী ভাই
১৮, কৃষ্ণনাথ রোড, বহরমপুর
॥ চার্চের মোড় ॥
গুড ইয়ার কোং নির্মিত সেরা বেলটিং এবং পাম্পসেট্
ও বড় ইঞ্জিনের পার্টস পাওয়া যায়।
চৌধুরী হাইওয়ে সার্ভিস, বহরমপুরের সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস
উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ
প্রোঃ মদনমোহন দাস
এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।
এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

আর এস পি'র আহ্বান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ক্ষেপে গেলে আপনারাও বাদ যাবেন না।' জাগ্রত রায় তাঁর বক্তব্যে অভিযোগ করেন—'যারা একদিন কংগ্রেসী করেছেন, হাত চিহ্নে ভোট দিয়েছেন আজ তারাই খাঁটি কমিউনিষ্ট সেজে সি পি এমের ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন।' এদিনের বিক্ষোভ সমাবেশের মূল উদ্দেশ্য ছিল সভাপতি বিডিও ও এস ডি ও'র কাছে স্মারকলিপি পেশ করা। সেই সঙ্গে জঙ্গিপুরকে খরাপীড়িত এলাকা বলে সরকারী স্তরে ঘোষণা করার দাবী জানানো। আর এস পি নেতারা সভাপতির কাছে দাবীপত্র পেশ করতে গেলে তুমুল বিতণ্ডা শুরু হয়। এক সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আর এস পি নেতারা ঠিক করেছেন সি পি এম নিয়ন্ত্রিত পঞ্চায়েতগুলির সামনে তারা এরকম বিক্ষোভ দেখাবেন। সেই সঙ্গে গ্রামে গ্রামে তাদের 'দলবাজী ও দুর্নীতি'র বিরুদ্ধে প্রচার চালাবেন।

বিডিও'র দ্বিধা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বই নেই এবং কোথায় কে টিউবওয়েল বসিয়েছেন তার কোনো কাগজপত্র প্রধান দাখিল করতে পারেননি। সেই মত সিমেন্টের কোন হিসেবও দাখিল করতে প্রধান ব্যর্থ হয়েছেন। খবরে প্রকাশ, ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত টিউবওয়েল কেনার ব্যাপারে গত সাড়ে ৪ বছরে ২০ হাজারেরও বেশী টাকা ও ১০০ বস্তা সিমেন্ট পেয়েছিলেন। অভিযোগ, সমস্ত কিছুই প্রধান আত্মসাৎ করেছেন। এ ব্যাপারে সোমবার বিডিওকে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, এ ব্যাপারে তাঁর পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়। সমস্তটাই এখন বিচার বিবেচনার পর্যায়ে। ১৭ সেপ্টেম্বর বিডিও'র চিঠি থেকে জানা যায় যে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে এ ব্যাপারে প্রধানের শোকজের উত্তর পেলে 'আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া' হবে এরকম ঠিক ছিল। প্রধানের উত্তর পাওয়ার পরও সেই সিদ্ধান্ত এক মাস ধরে ঝুলিয়ে রাখার পিছনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ আছে বলে অনেকেই মনে করছেন। বিডিও সেই কারণেই প্রধানের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করছেন না। এদিকে ইন্দিরা কংগ্রেস বিডিও'র এই আচরণ নিয়ে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জানা গেছে, প্রধান তাঁর শোকজের উত্তরে আনীত অভিযোগগুলি সম্পর্কে পরিষ্কার কোন বক্তব্য রাখতে পারেননি।

চক্ষু অপারেশন শিবির

অরঙ্গাবাদ: গত ৩ নভেম্বর স্থানীয় ডি, এন, কলেজে একটি চক্ষু অপারেশন শিবিরের উদ্বোধন করা হয়। ফ্রেণ্ডস্ ক্লাব আয়োজিত সাতদিনের এই শিবিরে ১০৮ এবং ১৮৬ জনের চক্ষু অপারেশন করেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ পিনাকীরঞ্জন রায় ও ডাঃ গৌতম রায়। উদ্বোধনানুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ৯ নভেম্বর এই শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে কলেজের অধ্যক্ষ অনিলচন্দ্র গুহ উপস্থিত ছিলেন। জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক পি এস কাথিরেসন এই শিবির পরিদর্শন করে সন্তোষ-প্রকাশ করেন।

খোঁজ চলছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানানো হচ্ছে। জানা গেছে, বুধবার কালীপূজোর চাঁদা আদায়ের নামে কয়েকজন যুবক ফাঁসিতলায় ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে যায় এবং তাঁর স্ত্রীর প্রতি অশালীন উক্তি করে। ঘটনাটি সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথগঞ্জ থানায় জানানো হয়। কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ঐ পল্লীতে চাঁদা আদায় নিয়ে দুর্গাপূজোর আগে থেকেই জুলুম চলছে বলে জানা গেছে। এ সম্পর্কে আমাদের দপ্তরে একটি চিঠিও এসেছে। রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ সব জেনেও নীরব রয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

গাড়ীর অপব্যবহার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গাড়ীর অপব্যবহার করছিলেন। ঠিক হয়েছে অফিসের নির্দিষ্ট সময়ের আগে ও পরে ব্যারেজের কোন গাড়ী সরকারী ব্যবহার করা যাবে না। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সেই গাড়িটি

নিজস্ব সংবাদদাতা: ডবলু জি জেড ১৪৭৪ নম্বরের সেই জীপ গাড়িটি কার? কেনই বা রাত-দিন যে কোন সময় গাড়িটিকে যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে? ৩ নভেম্বর রাত্রে গাড়িটিকে দেখা গেল একটি সিনেমা হাউসের সামনে অপেক্ষমান। আমাদের কাছে খবর, জীপ গাড়িটি আহিরণে আর বি পি ডবলু ডিভিসনের কাজকর্ম দেখার জন্য রাখা হয়েছে এ্যাসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়র অর্জুন আগরওয়ালের তত্ত্বাবধানে। কিভাবে গাড়িটিকে অফিসের নামে এ্যালটমেণ্ট রেখে তা অন্যত্র খাটানো হচ্ছে সে প্রশ্ন উঠেছে।

একটি সুসংবাদ

স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন ও পছন্দমত রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এই প্রথম একটি "ষ্টীল" ফার্ণিচারের দোকান খোলা হইয়াছে।

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী সোফাকাম বেড, ফোল্ডিং খাট, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)
মুর্শিদাবাদ

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সুরবল্লী কষায়

রক্ত পরিষ্কারক ও বলবর্ধক

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।